শোভন ভট্টাচার্য

এপিটাফ

অথচ দুরূহ এক কেরানির ছেলে আমি আজ।
গত রাত্রি বারোটা আন্দাজ
যখন আগের জন্ম, জ্যোৎস্না খাঁ খাঁ করে
সাপুড়ের বাঁশি হয়ে কত লাট খেয়েছি প্রান্তরে।

রাত্রি আজও খুব গাঢ় হলে,
আবার জন্মের মতো, অন্যত্র কোথাও যাব চলে।

যোলোটা রঙের-অশ্ব
আমার ঘুমের শূন্য-চরাচর টপকে চলে যাবে।

আর এই শরীরটুকু পাবে
প্রচ্ছন্ন জেলেপাড়ার গরিব জেলেরা;

ভোর, আবছা পরকাল, পাতা ও পুকুর দিয়ে ঘেরা।

শিল্পী

আমাদের শিল্প ছিল গড়াপেটা— নিজের গড়ন
গড়ে-পিটে নিজেকেই মূর্তিমান উদ্ভাসিত করো।

হেম্‌ব্রম, অবোধ শিল্পী, সময়ের তুমি কিছু পরে
এসেছ এ-সময়ের কলকাতা শহরে।

ছেনি হাতে, বগলে হাতুড়ি।

আমি আর অনির্বাণ অথবা সুহৃদ
ফেরার সাহস নিয়ে যেই মাত্র কয়েক পা বাড়াই
দেখি তুমি মূর্তিবৎ খাড়া।

ভরসা ছাড়া বলো কেন এলে এতদূর?
রামকিঙ্করের স্বপ্ন, নাকি কোনো টোটেম প্রভুর?

অখণ্ড পাথর তবু স্বার্থ ফেলে কে তোমায় দেবে?

হেম্‌ব্রম, অবোধ শিল্পী, নিজেকেই গড়ে-পিটে নেবে?